সুরা আল আসর
এর অর্থ ও তাৎপর্য

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"সুরা আল আসর এর অর্থ ও তাৎপর্য"

সুরা আল আসর পবিত্র কোরআন শরীফের ১০৩ নং সুরা। এই সুরাটি মক্কায় অবতীর্ন হয়। এ সুরাতে ৩টি আয়াত ও ১৫টি শব্দ রয়েছে।খুবই ছোট সুরা ,অনেকেরই মুখস্ত রয়েছে। অনেকেই এটা সালাতে তেলাওয়াত করে থাকি। অর্থও অনেকের জানা রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এ সুরা সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, লোকেরা যদি এই সুরাটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে একটি সুরাই তাদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হিসন দারেমী আবু মাদানীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল(সঃ) এঁর মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন , তখন তারা একজন অপরজনকে সুরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না (তাবারানী)।

ইমাম রাযী এক মনিষীর উক্তি উদ্‌বৃত করেছেন।তিনি বলেছেন একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সুরা আসরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেকে চলছিল, দয়া কর এমন এক ব্যক্তির, যার পুঁজি গলে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নির্দিষ্ট আয়ু দিয়ে কারো কম কারো বেশী। আমাদের কার আয়ু কখন শেষ হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমাদের বয়স ২০ বছর হলে, আয়ু থেকে বিশটি বছর কমে গেল। অর্থাৎ জীবনের সময় চলে গেল, সেটা আর ফিরে আসবে না এবং একদিন আমাদের মৃত্যু চলে আসবে। মৃত্যুর পর অবশ্য আমাদের সমস্ত কাজের হিসাব আল্লাহ তায়ালা নেবেন।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে,সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা সুরার শুরুতে সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন"সময়ের কসম"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা আল-আসর ১০৩, আয়াতঃ ১-৩

কালের শপথ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۙ ٢

মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ

تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

কিন্তু তারা নয় , যারা ইমান আনে ও সৎ আমল করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।

অবশ্য মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে তবে তারা নয়, যারা ১)ঈমান আনে,২)আমলে সালেহ করে, ৩)একে অপরকে সত্যের প্রতি অসিয়ত করে(উপদেশ দেয়) ৪)এবং (সত্যের উপর) ধৈর্যের সাথে অটল থাকার অসিয়ত করে ।

কোরআনের সমস্ত জায়গায়ই সেখানে সৎ কাজ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। কোরআনের এক জায়গায়ও ঈমান ছাড়া সৎ কাজের কথা বলা হয় নি। কোথাও ঈমান বিহীন সৎ কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয় নি। মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটাই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। ঈমান ও সৎকাজ বীজ ও বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

১) মু'মিন হলো তারা যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসুলের প্রতি এবং অতঃপর আর সন্দেহ পোষন করেনি।

সুরা ৪৯ হুজরাত , আয়াতঃ১৫

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ
جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

তারাই প্রকৃত মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) এঁর উপর ঈমান আনার পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

২)নিশ্চয়ই যারা বলে , আল্লাহ আমাদের প্রভু, অতঃপর একথার উপর অটল-অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে, আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেন না।

সুরা ৪১ হা-মীম-আস-সাজ্‌দা,আয়াতঃ৩০

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

নিশ্চয়ই যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হও।

৩) জেনে রাখো প্রকৃত মু'মিন হলো তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে।

সুরা ৮ আনফাল ,আয়াতঃ ২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে)আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৪) একদল লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা তাদেরকে এমনভাবে ভালবাসে যেমন ভালবাসা উচিত শুধু আল্লাহকে।

সুরা ২ বাকারাহ,আয়াতঃ ১৬৫

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে- যারা আল্লাহর মোকাবেলা অপরকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন

করেছ আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তর এবং যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করতো, তবে বুঝতো যে, সমুদয় শক্তি আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

ঈমানের উপর অবিচল থাকা,সৎ কাজ করা,হকের উপদেশ দেয়া,একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া, এই চারটি কাজ যারা করেনা তারা চরম ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতির পরিণতি তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই ভোগ করবে। এটাই এ সুরার মূলনীতি।

কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎ কাজ করা,এবং পরষ্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেও

তাতে আল্লাহর দেয়া সার্বজনীন মূলনীতি, যা এ সুরায় বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, সুরা আসরে বর্ণিত এই ৪টি কাজ ১)ঈমানের উপর অবিচল থাকা, ২)সৎকাজ করা,৩) পরষ্পরকে হকের উপদেশ দেয়া, ৪) একে অপরকে সবর করার উপদেশ দেয়ার উপর আমরা আ'মল করি।

আশা করা যায় মহান ও পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

....